দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... 01 JUN 199…
পৃষ্ঠা ৭ কলাম 2

কমিউনিটি স্কুল প্রকল্পের অডিও ভিজুয়াল সিস্টেম অচল

॥ মলয় ভৌমিক ॥

রাজশাহী, কমিউনিটি স্কুল প্রকল্পের আওতায় ৩০ কোটি টাকা ব্যয়ে মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোতে স্থাপিত অডিও-ভিজুয়াল সিস্টেম এখন অচল হয়ে পড়েছে। দূর শিক্ষণ ব্যবস্থাকে কাজে লাগানো এবং বিদ্যালয়ের অভ্যন্তরে পাঠদান পদ্ধতিকে আধুনিক ও আকর্ষণীয় করার লক্ষ্যে দেশের দু'শ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে অডিও-ভিজুয়াল সিস্টেম চালু করা হয়েছিল।

এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় ১৯৮১-৮২ অর্থবছরে দেশের দু'শ বিদ্যালয়ে কমিউনিটি স্কুল প্রকল্পের কাজ হাতে নেয়া হয়। এই প্রকল্পের অধীনে স্কুলগুলোতে গড়ে দেড় লাখ টাকা করে মোট ৩০ কোটি টাকা ব্যয়ে অডিও সেট সরবরাহ হয়। স্কুল চলাকালীন সময়ে বাংলাদেশ বেতার থেকে সম্প্রচারকৃত শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান ধারণ করে তা পরে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে প্রচার করা ছিল এই প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্য। এছাড়া এই পদ্ধতিতে শিক্ষকগণ স্কুল চলাকালে শ্রেণীকক্ষে একই সাথে যেকোন তথ্য পৌঁছে দেওয়ারও সুবিধে পেতেন। জানা যায়, এই পদ্ধতিকে কাজে লাগানোর জন্য স্কুলের বিজ্ঞান শিক্ষকদের প্রশিক্ষণও দেয়া হয়েছিল।

সংশ্লিষ্ট দপ্তর সূত্রে জানা যায়, সম্প্রতি একটি মূল্যায়ন মিশন তদন্তশেষে যে রিপোর্ট দিয়েছে তাতে বলা হয়, শতকরা ৯৭ ভাগ বিদ্যালয়ে অডিও/সেটগুলো হয় অব্যবহৃত অথবা নষ্ট হয়ে আছে। অনেক বিদ্যালয় থেকে এই সিস্টেমের যন্ত্রপাতি হারিয়ে গেছে বা তা ব্যক্তিগতভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে বলেও রিপোর্টে বলা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট সূত্র থেকে আরো জানা গেছে, পাবনার সাঁথিয়া পাইলট উচ্চবিদ্যালয়, বেড়া বিবি উচ্চ বিদ্যালয়, সুজানগর উচ্চ বিদ্যালয় ও ঈশ্বরদী সাড়া মারোয়াড়ি ও উচ্চ বিদ্যালয়ের অডিও সেটগুলো চুরি হয়ে যায়। চাঁপাইনবাবগঞ্জে সরকারি হরিমোহন উচ্চ বিদ্যালয়ের সেটটি অচল। রাজশাহীর সি,এন বালিকা বিদ্যালয় ও কলেজিয়েট বিদ্যালয়ের সেটগুলোর কোন হদিস মিলছে না। অনেক চুরি যাওয়া সেটের ব্যাপারে থানায় মামলা হলেও সেগুলো উদ্ধার করা হয়নি। মূলত সংশ্লিষ্ট কর্তাব্যক্তিদের চরম গাফিলতির ফলেই দেশের বিদ্যালয়-গুলোতে নেয়া অডিও পদ্ধতি কর্মসূচি ব্যর্থ হয়েছে, গচ্চা গেছে কোটি কোটি টাকা- এ মন্তব্য সংশ্লিষ্ট দপ্তরের একজন কর্মকর্তার।